তৃতীয় অধ্যায়

আখলাক বা চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধ

■ অনুশীলনীর প্রশ্ন ও সমাধান

ক নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর :
সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দাও :

১. আখলাক অর্থ কী?
ক. আচরণ খ. সদাচার গ. সুন্দর ঘ. উত্তম

২. আমরা বেকার লোকদের কিসের ব্যবস্থা করে দেব?
ক. কাজের খ. সেবার গ. মুক্তির ঘ. বস্ত্রের

৩. দেশপ্রেম অর্থ কী?
ক. দেশের গান করা খ. দেশে বাস করা
গ. দেশকে দেখা ঘ. দেশকে ভালোবাসা

৪. মহানবি (স) কোথায় হিজরত করেছিলেন?
ক. কুফায় খ. তায়েফে গ. মদিনায় ঘ. মিশরে

৫. মানুষ অন্যায় করার পর অনুতপ্ত হলে আল্লাহ তাকে কী করেন?
ক. স্মরণ করেন খ. ক্ষমা করেন
গ. শাসন করেন ঘ. ত্যাগ করেন

৬. ভালো কাজে একে অপরকে কী করবে?
ক. ধমক দেবে খ. মারবে
গ. শাসন করবে ঘ. সহযোগিতা করবে

৭. সততা মানে কী?
ক. ধৈর্যধারণ খ. সরলতা গ. সাধুতা ঘ. বিরোধিতা

৮. হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র) কোথাকার অধিবাসী ছিলেন?
ক. ইরান খ. ইরাক গ. মিশর ঘ. লিবিয়া

৯. মানুষ যা চেষ্টা করে তাই পায়, এটি কার উক্তি?
ক. মানুষের খ. ফেরেশতার
গ. মহানবি (স)-এর ঘ. আল্লাহর

১০. মানুষের অধিকারকে কী বলা হয়?
ক. মানবতা খ. মানবাধিকার
গ. মানবধর্ম ঘ. মানব জাতি

১১. প্রাকৃতিক পরিবেশ কোনটি?
ক. জানালা খ. দালান গ. দরজা ঘ. গাছপালা

১২. কোনটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়?
ক. বন্যা খ. ভূমিকম্প গ. অগ্নিকাণ্ড ঘ. ঘূর্ণিঝড়

উত্তরমালা

১. খ	২. ক	৩. ঘ	৪. গ	৫. খ	৬. ঘ
৭. গ	৮. ক	৯. ঘ	১০. খ	১১. ঘ	১২. গ

খ শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. যার আচরণ ভালো সে সকলের সাথে ভালো — করে।
২. মানুষ আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি — দেখাবে।
৩. দেশপ্রেম — অঙ্গ।
৪. মক্কা বিজয়ের পর মহানবি (স) মক্কাবাসীকে — বলেছিলেন?
৫. সততা মানুষকে — দেয়।
৬. মায়ের — নিচে সন্তানের জান্নাত।
৭. চেষ্টা ও শ্রম — চাবিকাঠি।

উত্তর : ১. ব্যবহার; ২. দয়া; ৩. ইমানের; ৪. কী; ৫. মুক্তি; ৬. পায়ের; ৭. সাফল্যের

গ বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের শব্দগুলো মিলাও :

বাম	ডান
১. তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই লোক, যার চরিত্র	দয়া দেখান না
২. যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি দয়া দেখায় না আল্লাহ তার প্রতি	পুরস্কার রয়েছে
৩. আমাদের জন্মভূমির নাম	ময়লা ফেলব
৪. যে ক্ষমা করল তার জন্য আল্লাহর কাছে	সহযোগিতা করবে
৫. আমরা সকলে ডাস্টবিনে	সবচেয়ে সুন্দর
৬. তোমরা ভালো কাজে একে অপরকে	বাংলাদেশ

উত্তর :

১. তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই লোক, যার চরিত্র **সবচেয়ে সুন্দর**।
২. যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি দয়া দেখায় না আল্লাহ তার প্রতি **দয়া দেখান না**।
৩. আমাদের জন্মভূমির নাম **বাংলাদেশ**।
৪. যে ক্ষমা করল তার জন্য আল্লাহর কাছে **পুরস্কার রয়েছে**।
৫. আমরা সকলে ডাস্টবিনে **ময়লা ফেলব**।
৬. তোমরা ভালো কাজে একে অপরকে **সহযোগিতা করবে**।

■ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

প্রশ্ন– ১ ॥ মহানবি (স) সুন্দর চরিত্র সম্পর্কে কী বলেছেন?
উত্তর : মহানবি (স) সুন্দর চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই লোক যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।"

প্রশ্ন– ২ ॥ 'সৃষ্টির সেবা' কাকে বলে?
উত্তর : আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি মানুষের দয়া দেখানো এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করার নামই সৃষ্টির সেবা।

প্রশ্ন– ৩ ॥ মহানবি (স) মক্কাবাসীদেরকে কিসের আহ্বান জানিয়েছিলেন?
উত্তর : মহানবি (স) মক্কাবাসীদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

প্রশ্ন– ৪ ॥ ক্ষমাশীল ব্যক্তি কে?
উত্তর : যার মন উদার, মানুষের জন্য যার দয়ামায়া বেশি, যে রাগ দমন করতে পারে সেই ক্ষমাশীল।

প্রশ্ন– ৫ ॥ মন্দকাজ কাকে বলে?
উত্তর : খারাপ ও অসৎ কাজকে মন্দ কাজ বলে।

প্রশ্ন– ৬ ॥ যার মধ্যে সততা আছে তাকে কী বলে?

উত্তর : যার মধ্যে সততা আছে তাকে সৎব্যক্তি বলা হয়।

প্রশ্ন– ৭ ॥ আমরা পিতামাতার সাথে কীরূ প ব্যবহার করব?

উত্তর : আমরা সবসময় পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করব।

প্রশ্ন– ৮ ॥ আমরা পিতামাতার জন্য কী বলে দোয়া করব?

উত্তর : আমরা পিতামাতার জন্য এই বলে আল্লাহর কাছে দোয়া করব যে,

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِي صَغِيْرًا

"হে আমার প্রতিপালক। পিতামাতা আমাকে যেভাবে শৈশবে স্নেহ–যত্নে লালনপালন করেছেন, আপনি তাদের প্রতি ঠিক তেমনি দয়া করুন।"

প্রশ্ন– ৯ ॥ আমরা বাসার কাজের লোকদের সাথে কীরূ প ব্যবহার করব?

উত্তর : আমরা বাসার কাজের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করব। নিজেরা যা খাই, যা পরি তাই তাদের খেতে দেব, পরতে দেব।

প্রশ্ন– ১০ ॥ মহানবি (স) শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সম্পর্কে কী বলেছেন?

উত্তর : মহানবি (স) শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সম্পর্কে বলেছেন, 'শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও'।

প্রশ্ন– ১১ ॥ মানবজাতির আদিপিতা ও আদিমাতা কে কে ছিলেন?

উত্তর : মানবজাতির আদিপিতা হযরত আদম (আ) এবং আদিমাতা হাওয়া (আ)।

প্রশ্ন– ১২ ॥ প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে?

উত্তর : আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে এসব কিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, মাটি, পানি, বায়ু, পাহাড়–পর্বত এসব কিছুই আমাদের পরিবেশ। এগুলোকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলা হয়।

■ বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর :

প্রশ্ন– ১ ॥ আমরা কোন কোন মন্দ আচরণ থেকে দূরে থাকব?

উত্তর : আমরা যেসব মন্দ আচরণগুলো থেকে দূরে থাকব তা হলো : ১. আমরা কখনো মিথ্যা কথা বলবনা। ২. ঝগড়া–বিবাদ করব না। ৩. হিংসা করবনা। ৪. চুরি–ডাকাতি করবনা। ৫. ধূমপান করবনা। ৬. কটু কথা বলবনা। ৭. দেশের ও জনগণের ৰতি করবনা। ৮. আলরাহর ইবাদত করতে ভুলবনা।

প্রশ্ন– ২ ॥ আমরা কীভাবে মানুষের সেবা করব?

উত্তর : আল্লাহর ইবাদতের পর আমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের সেবা করা। আমরা বিভিন্ন উপায়ে মানুষের সেবা করব। যেমন : ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিয়ে, বস্ত্রহীনদের বস্ত্র দিয়ে, রোগীদের সেবা করে, আশ্রয়হীনদের আশ্রয় দিয়ে, পাড়া–প্রতিবেশীদের কারো সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের চেষ্টা করে, অভাবী ও দুঃখীজনদের সাধ্যমতো সাহায্য–সহযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা মানুষের সেবা করব। মহানবি (স) বলেছেন, তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা কর এবং বন্দীকে মুক্তি দাও। তাছাড়াও বেকার লোকদের কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া, বন্ধু–বান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী বিপদে পড়লে সাহায্য–সহযোগিতা করা একান্ত কর্তব্য।

প্রশ্ন– ৩ ॥ কী কী উপায়ে দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা যায়?

উত্তর : নিম্নোক্ত উপায়ে আমরা দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি:

১. দেশের সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করব, কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করব।
২. গৃহপালিত পশুপাখির যত্ন নেব, তাদের কোনো কষ্ট দেবনা।
৩. বৃক্ষরোপণ করব, ফলমূলের গাছ লাগাব, গাছ নষ্ট করবনা, পাতা ছিঁড়বনা, ডাল ভাঙবনা।
৫. পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস অপচয় করবনা, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করব।
৬. দেশকে ভালোবাসব, দেশের মানুষকে ভালোবাসব, সুন্দর সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলব।

প্রশ্ন– ৪ ॥ মহানবি (স)–এর জীবনের ৰমার একটি আদর্শ কাহিনী উলেৰখ কর।

উত্তর : মহানবি (স) ছিলেন ৰমার মূর্ত প্রতীক। তাঁর সারা জীবনই আমাদের জন্য ৰমার উজ্জ্বল আদর্শ। মহানবি (স)–এর ওপর কাফিররা নির্মম অত্যাচার করত। তাঁকে মক্কা ছাড়তে বাধ্য করল। তিনি আল্লাহর নির্দেশে জীবন রক্ষার্থে এবং ইসলাম প্রচারের জন্য তায়েফ গমন করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন পালিত পুত্র যায়িদ (রা)। তায়েফবাসী তাঁর ইসলাম প্রচার শুনল না। তারা তাঁকে লাঞ্ছিত করল, পাথরের আঘাতে তাঁকে এবং যায়িদ (রা) কে রক্তাক্ত করল। আল্লাহর রহমতে তাঁরা দুজনে রক্তাক্ত অবস্থায় তায়েফ থেকে ফিরে আসলেন। কিন্তু তবুও দয়ার নবি (স) তায়েফবাসীদের জন্য বদদোয়া করলেন না। তিনি আল্লাহর কাছে এই দোয়া করলেন, 'হে আলাহ্! তারা অবুঝ, তারা কিছুই বোঝে না। তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর।' তাছাড়া মক্কা বিজয়ের পর শত্রবদের হাতের মুঠোয় পেয়েও ৰমা করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

প্রশ্ন– ৫ ॥ আমরা ভালো কাজে কীভাবে সাহায্য করব?

উত্তর : আমরা নানাভাবে ভালো কাজে সাহায্য করতে পারি। যথা :

১. গরিব ও দুস্থদের স্বাবলম্বনের জন্য তাদের শিৰা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থার ৰেত্রে বড়দের সাহায্য করব।
২. এলাকার জনগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট, পুল ও সাঁকো নির্মাণে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেব এবং এসব নির্মাণে বড়দের সাথে কাজ করব।
৩. ময়লা আবর্জনা ডাস্টবিন বা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলব এবং সকলকে ফেলতে বলব।
৪. সকলে মিলে গ্রামে বা মহলরায় ছোটখাটো গ্রন্থাগার তৈরি করে নিজেরা বই পড়ব এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করব।
৫. রাস্তার পাশে বা ফাঁকা জায়গায় গাছ লাগাতে বড়দের সাহায্য করব।

প্রশ্ন– ৬ ॥ মন্দ কাজ সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?

উত্তর : মন্দ কাজ সম্পর্কে মহানবি (স) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কারো মন্দকাজ করতে দেখে তাহলে সে যেন নিজের শক্তি দিয়ে তাকে বাধা দেয়। আর যদি সে শক্তি দিয়ে বাধা দিতে অপারগ হয়, তাহলে সে উপদেশের মাধ্যমে তাকে সংশোধন করে। আর সে যদি তাও না পারে তাহলে সে যেন তার প্রতি ঘৃণা করে। আর এটিই দুর্বল ইমানের পরিচয়।"

প্রশ্ন– ৭ ॥ হযরত ওমর (রা)–এর সততার পরিচয় দাও।

উত্তর : ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) এর চরিত্রে সততার গুণটি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। তিনি রাষ্ট্রের সর্বস্তরে ন্যায়বিচার করতেন এবং কোনো প্রকার অন্যায় কাজ হলে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা নিতেন। ছোট–বড়, আপন–পর, ধনী–দরিদ্র সকলের জন্য তিনি সমান বিচার করতেন এবং তাঁর বিচারে কোনো প্রকার পৰপাতিত্ব হতো না। তিনি রাতের অন্ধকারে

ছদ্মবেশে মদিনার অলিতেগলিতে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের খোঁজখবর নিতেন এবং তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতেন। মদিনার এক দরিদ্র মহিলার সৎ কন্যার সততায় মুগ্ধ হয়ে হযরত ওমর (রা) তার যোগ্য ও স্নেহের পুত্রকে তার সাথে বিয়ে দেন।

প্রশ্ন– ৮ ॥ আমরা পিতামাতার খিদমত করব কেন?

উত্তর : যে কারণে আমরা পিতামাতার খেদমত করব তা নিচে উলেরখ করা হলো :

১. পৃথিবীতে পিতামাতার চেয়ে আপনজন আমাদের আর কেউ নেই।
২. পিতামাতার ওসিলাতেই আমরা দুনিয়াতে এসেছি।
৩. তাঁদের স্নেহ ও আদরে আমরা লালিতপালিত এবং বড় হয়েছি।
৪. পিতামাতার খেদমত করলে তাঁরা আমাদের ওপর খুশি হবেন।
৫. পিতামাতার খেদমত করলে আমরা দুনিয়ায় ও আখিরাতে সুখে–শান্তিতে থাকতে পারব।

প্রশ্ন– ৯ ॥ মহানবি (স) চাকরদের সম্পর্কে কী বলেছেন? [২০১৫]

উত্তর : আমাদের সমাজে যারা অন্যের বাড়িতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে তারাই হলো চাকর। মহানবি (স) চাকরদের সম্পর্কে বলেছেন, 'যারা কাজ করে তারা তোমাদের ভাই। নিজে যা খাবে তাদের তা খাওয়াবে, নিজে যা পরিধান করবে তাদেরও তা পরতে দেবে। কাজকর্মে তাদের সাহায্য করবে, বেশি কষ্ট দেবেনা। তাদের শ্রমের মর্যাদা দেবে'।

প্রশ্ন– ১০ ॥ প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা কী কী কৌশল অবলম্বন করব।

উত্তর : আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত কৌশলগুলো অবলম্বন করব তা হলো :

১. যথাসম্ভব উঁচু জায়গায় বসতভিটা, গোয়ালঘর ও হাঁস–মুরগির ঘর তৈরি করব।
২. ঘরের ভেতরে উঁচু মাচা তৈরি করে তার উপর খাদ্যশস্য ও বীজ ইত্যাদি সংরক্ষণ করব।
৩. পুকুরের পাড় উঁচু করব। টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন যথাসম্ভব উঁচু স্থানে বসাব।
৪. শুকনো খাবার যেমন : চিড়া, মুড়ি, গুড় এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ ঘরে মজুত রাখব এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে সাঁতার শেখাব।
৫. বন্যার সময়ে যাতায়াতের জন্য নৌকা না থাকলে কলাগাছের ভেলা তৈরি করে নেব।

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

১. রাস্তায় চলার সময় পরিচিত কেউ তোমাকে গালি দিলে কী করবে?
ক. পাল্টা গালি দেবে　খ. বাবা মাকে জানাবে
গ. প্রতিবেশীকে জানাবে　ঘ. ভুলে যেতে চেষ্টা করবে ✓

২. স্কুলে আসার পথে এক সহপাঠী তোমার জামায় কাদা ছুড়ে মারলে তুমি কী করবে?
ক. বকা দেবে　খ. কান্না করবে
গ. ৰমা করে দেবে ✓　ঘ. তাকেও কাদা দেবে

৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগে কেন দুর্গতদের সাহায্য করব?
ক. নৈতিকতার কারণে ✓　খ. অর্থ আয়ের আশায়
গ. প্রতিদান পাওয়ার কারণে　ঘ. প্রশংসা পাওয়ার আশায়

৪. আমরা বিদ্যুৎ অপচয় করব না কেন?
ক. দেশের সম্পদ নষ্ট হবে ✓　খ. প্রতিবেশী মন্দ বলবে
গ. সরকারকে জরিমানা দিতে হবে　ঘ. বেশি বিল পরিশোধ কষ্টকর হবে

৫. একজন বৃদ্ধলোক রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে গেল, তখন তুমি–
ক. ভয় পাবে　খ. চিৎকার দেবে
গ. দ্রবত চলে যাবে　ঘ. দাঁড়াতে সাহায্য করবে ✓

৬. রাস্তার পাশে লাগানো চারা গাছ একটি ছাগলে খাচ্ছে, তখন তুমি–
ক. শিৰককে বলবে　খ. দেখে চলে যাবে
গ. ছাগলটিকে তাড়িয়ে দিবে ✓　ঘ. ছাগলটিকে প্রহার করবে

৭. শ্রমের উপার্জনকে উত্তম উপার্জন বলার কারণ–
ক. উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়
খ. নিজে শ্রম দিয়ে উপার্জন করে ✓
গ. মালিকের অনুগ্রহ পাওয়া যায়
ঘ. পরিবারের আদর–স্নেহ পাওয়া যায়

৮. তোমার এলাকার ভাঙা রাস্তাঘাট মেরামতে সকলে অংশ নিয়েছে, তুমি কী করবে?
ক. বাধা দিবে　খ. এগিয়ে যাবে
গ. সহযোগিতা করবে ✓　ঘ. বাবাকে গিয়ে বলবে

৯. আমানত ফেরত দিলে কোন গুণটি প্রকাশ পায়?
ক. দয়া　খ. ৰমা　গ. সততা ✓　ঘ. দেশপ্রেম

১০. দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে তুমি কী করবে?
ক. যত্রতত্র ময়লা ফেলব　খ. নদী ভরাট করে দেব
গ. রাস্তার গাছ কেটে ফেলব　ঘ. নিজ বিদ্যালয় পরিষ্কার রাখব ✓

১১. বিদ্যালয় পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার কাজটি তুমি কীভাবে করবে?
ক. বড়দের দিয়ে　খ. সকলে মিলে ✓
গ. ছোটদের দিয়ে　ঘ. শ্রেণি নেতা দিয়ে

১২. মিনা জন্মগত সমস্যার কারণে প্রতিদিন ক্রাচে ভর দিয়ে বিদ্যালয়ে আসে। তার সহপাঠীদের কী করা উচিত?
ক. পথ চলতে সহায়তা করা ✓　খ. মিলাদ পড়ে দোয়া করা
গ. নামাজ পড়ে দোয়া করা　ঘ. চাঁদা তুলে রিকশা ভাড়া করে দেয়া

১৩. মানবাধিকারের উত্তম দৃষ্টান্ত কোনটি?
ক. পিতামাতার সাথে বসবাস করা
খ. নিজের পড়াশোনা শেষ করা
গ. এতিমের খাদ্য ও শিৰার সুব্যবস্থা করা ✓
ঘ. পরিবারের সকলের সাথে বসবাস করা

১৪. মানুষ হিসেবে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পাবে যার আছে ভালো–
ক. চরিত্র ✓　খ. চেহারা　গ. সম্পদ　ঘ. শরীর

১৫. নিজের কাজ নিজে করব কেন?
ক. কাজটি ভালো হবে বলে
খ. মানবিক দিক বিবেচনায়
গ. অন্যে কী বলবে সে কারণে
ঘ. কোনো কাজেই মর্যাদাহানি হয় না ✓

১৬. নবি–রসুলগণের মূল শিৰা অনুযায়ী তুমি নিচের কোনটি কর?
ক. পড়ালেখা　খ. বাগান পরিচর্যা
গ. ভালো ব্যবহার ✓　ঘ. কথা কম বলা

১৭. করিম বিদ্যালয়ে যাবার পথে একটি জিনিস কুড়িয়ে পেল এখন সে কী করবে?
ক. বন্ধুকে দিয়ে দেবে　খ. শিৰককে দিয়ে দেবে
গ. নিজের কাছে রেখে দেবে　ঘ. প্রকৃত মালিককে ফেরত দেবে ✓

১৮. প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রৰার জন্য সহপাঠীদের কী পরামর্শ দেবে?
ক. শুকনা খাবার মজুদ রাখতে ✓
খ. নিয়মিত বাড়ির কাজ করতে
গ. বিদ্যালয় পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখতে
ঘ. দুর্যোগ সম্পর্কে চিন্তা করতে নিষেধ করতে

১৯. ডানা ভাঙা একটি পাখি গাছের নিচে দেখতে পেলে তুমি কী করবে?
ক. জবাই করব খ. পরিচর্যা করব ✓
গ. ফেলে রেখে আসব ঘ. গাছের ডালে রাখব

২০. তোমার ছোট ভাই তোমার সঙ্গে একটি মন্দ আচরণ করছে। তুমি কী করবে?
ক. সাথে সাথে শাস্তি দেব খ. ঘর থেকে বের করে দেব
গ. তার প্রতি সহনশীল হব ✓ ঘ. কখনই কিছুই বলব না

২১. তুমি তোমার বন্ধুকে মনে মনেও মন্দ গালি দেবে না কারণ—
ক. তোমার বন্ধু টের পেয়ে যাবে
খ. তোমার মুখ দেখে সব বুঝে ফেলবে
গ. আলৱাহ তায়ালার কাছে তা গোপন থাকবে না ✓
ঘ. তাতে বন্ধুর কিছু হবে না

২২. শিৰক ধরতে না পারলেও তুমি পরীৰার হলে নকল করবে না, কারণ—
ক. এতে বেশি নম্বর পাওয়া যায় না
খ. মহান আলৱাহকে ফাঁকি দেওয়া যায় না ✓
গ. ফাঁকি দিয়ে বড় হওয়া যায় না
ঘ. শিৰককে ঠকালে অভিশাপ পাওয়া যায়

২৩. তোমার পিতামাতা অসুস্থ, তোমার আচরণ কেমন হবে?
ক. স্বাভাবিক ব্যবহার করব খ. আদেশ অমান্য করব
গ. তাঁদের সাথে ঝগড়া করব ঘ. তাঁদের সেবাযত্ন করব ✓

২৪. প্রাকৃতিক সৃষ্টি থেকে আমরা প্রমাণ পাই—
ক. প্রাকৃতিক সৃষ্টি নিজে নিজে হয়
খ. পরিবেশবাদীরাই প্রকৃতিকে সৃষ্টি করে
গ. মানুষ প্রকৃতি সৃষ্টি করে
ঘ. মহান সৃষ্টিকর্তা আলৱাহ সৃষ্টি করেন ✓

২৫. তোমার চারপাশের সবাই মিথ্যা বলে, মন্দ কাজ করে। তুমি কী করবে?
ক. কথা বলা বন্ধ করে দেবে
খ. কখনোই তাদের সাথে মিশব না
গ. কখনোই তাদের মতো কাজ করব না ✓
ঘ. তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করব

২৬. পরিমাপের ৰেত্রে একজন মুসলমানের আচরণ কেমন হওয়া উচিত?
ক. নিজের লাভের দিকে সতর্ক থাকা
খ. ব্যবসায়ী কাজে পারদর্শী হওয়া
গ. ওজনে কখনোই কমবেশি না করা ✓
ঘ. মানুষের বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিমাপ করা

২৭. কোনটি সুন্দর চরিত্র গঠনে সহায়ক?
ক. নিজের জন্য অন্যকে ব্যবহার করা খ. যত পার তত লও
গ. প্রচুর টাকা পয়সা ঘ. মানুষকে সাহায্য করা ✓

২৮. সালাম সত্যকথা বলে, পিতামাতার কথা শোনে এবং শিৰককে সম্মান করে। তার এরূ প কাজের দ্বারা কী প্রকাশ পায়?
ক. উত্তম চরিত্র✓ খ. মন্দ চরিত্র
গ. বিনয় ঘ. দুর্বলতা

২৯. ফুয়াদ রবিনের গাড়িটি ঠেলে খাদ থেকে রাস্তার ওপর উঠিয়ে দিল। তার এ কাজকে কী বলে?
ক. সাহায্য খ. সেবা ✓ গ. কাজ ঘ. সম্মান

৩০. মহানবি (স) মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় মক্কার দিকে বার বার তাকিয়ে বলেন, 'হে মক্কানগরি তুমি কত সুন্দর! আমি তোমাকে ভালোবাসি। মহানবি (স)–এর এ কথার দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. মমতা খ. ভালোবাসা গ. দেশপ্রেম ✓ ঘ. হাদিস

৩১. মহানবি (স) তাঁর শত্রবদের হাতের মুঠোয় পেয়েও কোনো দিন তাদের প্রতিশোধ নেননি। এ কাজের দ্বারা কোনটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. মমতা খ. দুর্বলতা গ. দয়া ঘ. ৰমা ✓

৩২. জামিল বাজারে যাওয়ার সময় টাকার একটি বাক্স কুঁড়িয়ে পায়। পরে প্রকৃত মালিকের সন্ধান করে তাকে তা দিয়ে দেয়। তার এ কাজের দ্বারা কোনটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. সততা ✓ খ. বদান্যতা গ. বোকামি ঘ. ভালোবাসা

৩৩. সাজিদ পানির গৱাস হাতে নিয়ে মায়ের শিয়রে সারারাত দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দেয়। তার কাজের দ্বারা কোনটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. দয়া খ. মায়া
গ. মায়ের খেদমত ✓ঘ. দায়িত্ব

৩৪. আজাদ সাহেব লোকদের দ্বারা কাজ করায়। কর্মচারীগণ মজুরি চাইলে কেবল ঘুরায়। তার এরূ প কাজের দ্বারা কোনটি লঙ্ঘিত হয়েছে?
ক. মানবাধিকার খ. শ্রমের মর্যাদা ✓
গ. মজুরি ঘ. বদান্যতা

৩৫. আমরা বর্ণ–গোত্র নির্বিশেষে সকল ভেদাভেদ ও কলহ–বিবাদ ভুলে যাব। এতে কোনটি প্রকাশ পাবে?
ক. মমতা খ. ভালোবাসা গ. দয়া ঘ. বিশ্বভ্রাতৃত্ব ✓

৩৬. বাংলাদেশে প্রায়সময়ই বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন প্রভৃতি দেখা দেয়। এগুলোকে কী বলে?
ক. বিপর্যয় খ. জলোচ্ছ্বাস
গ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ✓ ঘ. মহামারি

৩৭. "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই লোক যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।"— বাণীটি—
ক. হযরত মুহাম্মদ (স)–এর ✓খ. আলৱাহর
গ. হযরত ওমর (রা)–এর ঘ. ইমাম গাজালীর

৩৮. পিতামাতার খেদমত ও সেবাযত্ন করার ফলে আমরা কী লাভ করব?
ক. জাহান্নামের চির অশান্তি
খ. কবরের আজাব
গ. দুনিয়ার কল্যাণ
ঘ. দুনিয়া ও আখিরাতের পরম সুখ–শান্তি ✓

৩৯. 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া দেখায় না, আলৱাহও তার প্রতি দয়া দেখান না।' একথা কে বলেছেন?
ক. আলৱাহ খ. মহানবি (স) ✓
গ. ফেরেশতা ঘ. জীন

৪০. 'তোমরা পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।'— কার উক্তি?
ক. মহানবি (স) খ. আলৱাহ তায়ালার ✓
গ. ফেরেশতার ঘ. হযরত মুসা (আ)–এর

৪১. স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে মুনির দেখল তার সমবয়সী দুজন বালক ঝগড়া করছে এবং পরস্পরের বিরবদ্ধে মিথ্যাচার করছে। এৰেত্রে মুনিরের কী করা উচিত?
ক. ঝগড়া ও মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকতে বলবে ✓
খ. নিজে এ ধরনের কাজে জড়িয়ে পড়বে
গ. এ ধরনের কাজে উৎসাহ দেবে
ঘ. এড়িয়ে যাবে

৪২. 'পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুর প্রতি দয়া দেখাও'— এটি কার কথা?

ক. ফেরেশতাদের খ. মানুষের
গ. রাসুলুলরাহ (স)–এর ✓ ঘ. বিজ্ঞানীদের

৪৩. মিজান সাহেব ৰমাশীল। তাকে সবাই কী করে?
ক. খারাপ জানে খ. ভালোবাসে✓ গ. ঘৃণা করে ঘ. জিজ্ঞাসা করে

৪৪. তোমাকে শ্রেণিকৰ পরিষ্কার করতে বলা হলো। এৰেত্রে কী করা উচিত নয়?
ক. পরিশ্রম খ. ঝগড়া গ. লজ্জাবোধ✓ ঘ. লাফালাফি

৪৫. তুমি একজন মুসলিম। তুমি কাকে ভয় করবে?
ক. ৰমতাসীনকে খ. শিৰককে
গ. গুরবজনকে ঘ. আলরাহকে

৪৬. মালিহার চরিত্র সুন্দর। তাকে সবাই কী করে?
ক. মন্দ বলে খ. আদর করে
গ. ভালোবাসে ✓ ঘ. চিকিৎসা করে

➲ সাধারণ

৪৭. রাহমাতুলিরল আলামীন মানে–
ক. সমগ্র বিশ্বের রহমত স্বরূ প ✓ খ. সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা
গ. সমগ্র বিশ্বের দেখাশুনা করেন ঘ. সমগ্র বিশ্বের চলাচলকারী

৪৮. আব্দুল কাদির জিলানীর মা তাঁকে কতটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন?
ক. ৪০ ✓ খ. ৩০ গ. ২০ ঘ. ১০

৪৯. হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র) শিৰার জন্য কোথায় রওনা হয়েছিলেন?
ক. বাগদাদ ✓ খ. সিরিয়া গ. মদিনা ঘ. ইরান

৫০. সকলেই বলে রহিমের আখলাক ভালো, আখলাক অর্থ–
ক. সদাচার ✓ খ. মহৎ গুণ
গ. হিংসা ঘ. সাধারণ গুণ

৫১. "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই লোক যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর"–এটি কার বাণী?
ক. আলরাহর খ. মহানবি (স) ✓ গ. সাহাবিদের ঘ. ওলিদের

৫২. একজন শ্রমিককে সমাজে কী দিতে হবে?
ক. মর্যাদা ✓ খ. বেতন গ. খাবার ঘ. পোশাক

৫৩. যেকোনো ভালো কাজে আমরা অন্যকে কী করব?
ক. কাজ করা দেখব খ. সাহায্য করব ✓
গ. বাধা দেব ঘ. কোনো কিছু করব না

৫৪. তোমার বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য যা কর–
ক. সালাম দাও খ. সেবা যত্ন কর ✓
গ. অগোচরে কথা বলো ঘ. বৃদ্ধ আশ্রমের ব্যবস্থা কর

৫৫. ' দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ'–উক্তিটি কার?
ক. মহানবি (স) খ. জ্ঞানীদের ✓
গ. হযরত আবু বকর (রা) ঘ. হযরত ওমর (রা)

৫৬. কখন শ্রমিকের পারিশ্রমিক দেবে?
ক. দুই দিন পর খ. ঘাম শুকানোর পূর্বে ✓
গ. কাজ ভালো হলে ঘ. কাজ শেষে যাচাই করে

৫৭. আমাদের সত্য বলা উচিত কেন?
ক. পরীৰায় পাস করার জন্য খ. আলরাহর সন্তুষ্টির জন্য ✓
গ. টাকা পাবার জন্য ঘ. সবার কাছে ভালো হওয়ার জন্য

৫৮. সৃষ্টিকুলের মধ্যে কোনটি আলরাহর নিকট সেরা?
ক. সূর্য খ. ইবলিস গ. ফেরেশতা ঘ. মানুষ ✓

৫৯. কোন ব্যক্তি আলরাহ তায়ালার কাছে উচ্চতর ব্যক্তিত্বের মর্যাদা লাভ করবেন?
ক. সাওম পালনকারী খ. ঘুষখোর
গ. সত্যবাদী ✓ ঘ. হজ পালনকারী

৬০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ সিডরের কারণে সুন্দরবনের কত ভাগ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল?
ক. প্রায় দুইভাগের একভাগ খ. প্রায় পাঁচ ভাগের একভাগ
গ. প্রায় তিন ভাগের একভাগ ঘ. প্রায় চার ভাগের একভাগ ✓

৬১. মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কোনটি?
ক. চোখ খ. জীবন গ. চরিত্র ✓ ঘ. ধন–সম্পদ

৬২. পিপাসায় কাতর কুকুরটির প্রতি মহিলার কী হলো?
ক. দয়া ✓ খ. রাগ গ. গোসা ঘ. হিংসা

৬৩. দয়াময় আল্লাহ কুকুরকে পানি খাওয়ানো মহিলাকে কী করলেন?
ক. ধন-সম্পদ দিলেন খ. ক্ষমা করে দিলেন ✓
গ. একটি সন্তান দিলেন ঘ. সুস্থ করে দিলেন

৬৪. গাছ বাতাস থেকে কী গ্রহণ করে?
ক. অক্সিজেন খ. কার্বন ডাইঅক্সাইড ✓
গ. হাইড্রোজেন ঘ. নাইট্রোজেন

৬৫. কার পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত?
ক. বাবার খ. মায়ের ✓ গ. স্বামীর ঘ. রাসুলের

৬৬. আলরাহর ইবাদতের পর তোমার দায়িত্ব কী?
ক. সালাত পড়া খ. সাওম পালন গ. মানবসেবা ✓ ঘ. হজ করা

৬৭. আমরা একে অপরের প্রতি কী করব?
ক. নিষ্ঠুরতা দেখাব খ. দয়া করব ✓
গ. অনুকম্পা করব ঘ. মারব

৬৮. কোনটি সাফল্যের চাবিকাঠি?
ক. সময় খ. অর্থ গ. শ্রম ✓ ঘ. শিৰা

৬৯. ময়লা কোথায় ফেলতে হয়?
ক. নদীতে খ. ডাস্টবিনে ✓
গ. মাটিতে ঘ. বাগানে

৭০. ৰমার আরবি প্রতিশব্দ কী?
ক. আদুউন খ. আফুউন গ. আফউন✓ ঘ. সাইয়্যিদুন

৭১. জুলুম ও অন্যায়কে ঘৃণা করা কার স্বভাব?
ক. মুনাফিকের খ. মুমিনের✓ গ. কাফিরের ঘ. সাহাবির

৭২. অন্যায়ের নিকট মাথানত করে না কে?
ক. বাদশাহ খ. শক্তিমান গ. মুসলিম✓ ঘ. কাফির

৭৩. জিহ্বাকে মিথ্যা থেকে হেফাজত করা কার চরিত্র?
ক. মহিলাদের খ. শিশুর গ. আলিমের ঘ. মুসলিমের✓

৭৪. পরিবেশ সংরৰণ করবে কে?
ক. পশু খ. পাখি গ. মানুষ✓ ঘ. পরিবার

৭৫. বৃৰরোপণ করবে কে?
ক. পরিবার খ. মানুষ✓
গ. শিৰক ঘ. পরিবেশ বিজ্ঞানী

৭৬. কাজ করলে কী উপার্জন হয়?
ক. অলসতা খ. খাদ্য গ. শ্রম ঘ. অর্থ✓

৭৭. কীভাবে মানুষ পাপ থেকে বিরত থাকবে?
ক. সততার মাধ্যমে✓ খ. গুণাবলির মাধ্যমে
গ. ৰমাশীলতার মাধ্যমে ঘ. দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে

৭৮. কাউকে গালি দেওয়া কী?
ক. মোবাহ খ. সাওয়াব গ. জায়ের ঘ. গুনাহ✓

৭৯. দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে কে রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন?
ক. হযরত আবু বকর (রা) খ. হযরত ওমর (রা) ✓
গ. হযরত উসমান (রা) ঘ. হযরত আলী (রা)

৮০. রাতে হযরত ওমর (রা) কোথায় আসলেন?
ক. টিলার নিকটখ. নদীর নিকট
গ. কুঁড়েঘরের নিকট✓ ঘ. মসজিদের নিকট

৮১. আমরা কাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছি?
ক. জন্মের মাধ্যমে খ. ছোট বেলায়
গ. পিতামাতার মাধ্যমে✓ ঘ. বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে

৮২. আমরা কীভাবে আলৱাহর সন্তুষ্টি লাভ করব?
ক. আশ্রয়হীন করে খ. ৰুধার্ত রেখে
গ. রোগীর সেবা করে✓ ঘ. শাস্তি দিয়ে

৮৩. দেশকে উন্নত করা ও শত্রবর আক্রমণ থেকে রৰা করা কী?
ক. সুন্দর চরিত্র খ. সততা গ. উদারতা ঘ. দেশপ্রেম✓

৮৪. বন্যার হাত থেকে বাঁচার জন্য কী করা উচিত?
ক. যথাযোগ্য কৌশল অবলম্বন করা ✓
খ. তাড়াহুড়া করা
গ. চুপচাপ থাকা
ঘ. দৌড়ে পালানো

৮৫. রাস্তার ওপর থরথর করে কাপছিল কে?
ক. বালক✓ খ. বালিকা গ. বৃদ্ধ ঘ. বৃদ্ধা

৮৬. আলৱাহ তায়ালার একটি বিশেষ গুণ কী?
ক. বিচার করা খ. ৰমা✓ গ. শাস্তি করা ঘ. প্রশংসা করা

৮৭. মানুষের নৈতিক দায়িত্ব কী?
ক. গুনাহ করা খ. মিথ্যা বলা গ. ৰমা করা ✓ ঘ. জুলুম করা

৮৮. বসতভিটা বানাতে হয় কীরূ প জায়গায়?
ক. উঁচু✓ খ. নিচু গ. নির্জন ঘ. ব্যস্ত

৮৯. কার সততায় ডাকাত দলের বিবেক খুলে যায়?
ক. আবু বকরের খ. আব্দুল কাদির জিলানীর✓
গ. বায়েজিদ বোস্তামীর ঘ. বৃদ্ধ মহিলাটির

৯০. শ্রমের উপার্জন কেমন উপার্জন?
ক. মন্দ খ. উত্তম ✓ গ. ভাল ঘ. খুব খারাপ

৯১. কাজের লোককে কীরূ প মনে করা উচিত?
ক. আমাদের গোলাম খ. আমাদের শ্রমিক
গ. আমাদের প্রতিবেশী ঘ. আমাদের ভাইবোন ✓

■ সংৰিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ আলৱাহর ইবাদতের পর আমাদের প্রথম দায়িত্ব কী?
উত্তর : আলৱাহর ইবাদতের পর আমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের সেবা।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ তোমার ভাই রাহাত ও তার বন্ধুরা মিলে গ্রামের ভাঙা সাঁকো মেরামত করছে। এটি কোন ধরনের কাজ?
উত্তর : এটি সেবামূলক কাজ।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ তোমার ছোট ভাই তোমার সঙ্গে একটি মন্দ আচরণ করেছে। এখন তুমি কী করবে?
উত্তর : আমি তার প্রতি সহনশীল আচরণ করব।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ তুমি তোমার বন্ধুকে মনে মনেও গালি দেবে না। কারণ কী?
উত্তর : আমি আমার বন্ধুকে মনে মনেও গালি দেব না কারণ আলৱাহর তায়ালার কাছে তা গোপন থাকবে না।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখলে আমাদের কী করা উচিত?
উত্তর : কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখলে আমাদের প্রতিবাদ করা উচিত।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ তোমার চাচা তোমাকে ভালো কাজ করার উপদেশ দিলেন। চাচার উপদেশের আলোকে নিচের কোনটি ভালো কাজের উদাহরণ?
উত্তর : ভালো কাজের উদাহরণ হলো সত্যকথা বলা।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ তুমি বাজারে যাওয়ার সময় তোমার শিৰকের সাথে দেখা হলো। তুমি তখন কী করবে?
উত্তর : আমি আমার শিৰককে সালাম দেব।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ তোমার মায়ের দেওয়া টিফিন তুমি না খেয়ে তোমার বন্ধুকে দিয়ে দিলে। মা জিজ্ঞাসা করলে তুমি কী বলবে?
উত্তর : মা জিজ্ঞাসা করলে আমি সত্যকথা বলব।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ মহানবি (স) জন্মভূমি মক্কা ত্যাগের সময় বার বার ফিরে তাকাচ্ছিলেন কীসের দিকে?
উত্তর : মহানবি (স) জন্মভূমি মক্কা ত্যাগের সময় বারবার ফিরে তাকাচ্ছিলেন মাতৃভূমি মক্কার দিকে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ কীভাবে দেশের সেবা করে দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা যায়?
উত্তর : পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাসের অপচয় রোধ করে দেশের সেবা করে দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা যায় ।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ মহানবি (স)-এর প্রেম ও ৰমার আদর্শে মুগ্ধ হয়ে কারা স্বেচ্ছায় দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল?
উত্তর : মহানবি (স)-এর প্রেম ও ৰমার আদর্শে মুগ্ধ হয়ে মক্কাবাসী স্বেচ্ছায় দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ ইসলাম আমাদের কোন কোন ৰেত্রে সততা রৰা করার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছে?
উত্তর : ইসলাম আমাদের কথাবার্তায়, কাজকর্মে ও আচার-আচরণের মাধ্যমে সততা রৰা করার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ কোনো অন্যায় কাজে বাধা দিতে অসমর্থ হলে আমরা অন্যায় কাজটি অন্তরে ঘৃণা করব। এটি কোন ধরনের ইমানের পরিচায়ক?
উত্তর : এটি দুর্বলতম ইমানের পরিচায়ক।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ নিজের স্বার্থ বড় করে না দেখা এবং অপরের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হোক তা না চাওয়ার নাম কী?
উত্তর : নিজের স্বার্থ বড় করে না দেখা এবং অপরের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হোক তা না চাওয়ার নাম সততা।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ যার মধ্যে সততার মহৎ গুণটি রয়েছে তাকে কী বলা হয়?
উত্তর : যার মধ্যে সততার মহৎ গুণটি রয়েছে তাকে সৎ ব্যক্তি বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ রহিম একজন সৎ ব্যক্তি। তাকে কারা বিশ্বাস করবে?
উত্তর : তাকে শত্রবরাও বিশ্বাস করবে।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ কোনটি মানুষকে ভালো কাজের দিকে পরিচালিত করে?
উত্তর : সততা মানুষকে ভালো কাজের দিকে পরিচালিত করে।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ আলৱাহ বলেন, তোমরা মানুষকে ভালো কাজের উপদেশ দাও। ভালো কাজ মানুষকে কোথায় পৌঁছে দেয়?
উত্তর : ভালো কাজ মানুষকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ কোনটির অভাবে সমাজ আস্তে আস্তে ধ্বংসের পথে চলে যায়?
উত্তর : সত্যবাদিতা ও সততার অভাবে সমাজ আস্তে আস্তে ধ্বংসের পথে চলে যায়।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ কোনটি সমাজকে কলুষিত করে?
উত্তর : প্রতারণা ও দুর্নীতি সমাজকে কলুষিত করে।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ সততা মানুষকে কোন কাজ থেকে বিরত রাখে?
উত্তর : সততা মানুষকে পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ ৰতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো ইসলামের কোন ধরনের শিৰা?
উত্তর : ৰতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো ইসলামের নৈতিকতার শিৰা।

➲ সাধারণ

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ পরিমাপের ৰেত্রে একজন মুসলমানের আচরণ কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : পরিমাপের ৰেত্রে একজন মুসলমানের ওজনে কখনোই কমবেশি করা উচিত নয়।

প্রশ্ন– ২৪ ॥ 'সৃষ্টির সেবা' সম্বন্ধে মহানবি (স) কী বলেছেন?

উত্তর : পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাদের প্রতি দয়া দেখাও আলৱাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।

প্রশ্ন– ২৫ ॥ সৃষ্টির সেবা কাকে বলে?

উত্তর : আলৱাহর সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখানো, সহানুভূতি প্রদর্শন করার নামই সৃষ্টির সেবা।

প্রশ্ন– ২৬ ॥ মানবাধিকার কাকে বলে?

উত্তর : মানবজীবনের সকল অধিকারই মানবাধিকার।

প্রশ্ন– ২৭ ॥ হযরত বায়েজিদ বোস্তামী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : হযরত বায়েজিদ বোস্তামী ইরানে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন– ২৮ ॥ মহানবি (স) শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সম্পর্কে কী বলেছেন?

উত্তর : "শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।"

প্রশ্ন– ২৯ ॥ কী ভালো হলে জীবন সুন্দর হয়?

উত্তর : চরিত্র ভালো হলে জীবন সুন্দর হয়।

প্রশ্ন– ৩০ ॥ আশরাফুল মাখলুকাত অর্থ কী?

উত্তর : আশরাফুল মাখলুকাত অর্থ হলো সৃষ্টির সেরা জীব।

প্রশ্ন– ৩১ ॥ রাসুল (স) জনৈক লোককে কোন কাজটি আগে ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন?

উত্তর : লোকটিকে সর্বপ্রথম মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন।

প্রশ্ন– ৩২ ॥ হযরত ওমর (রা) ইসলামের কততম খলিফা ছিলেন?

উত্তর : হযরত ওমর (রা) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন।

প্রশ্ন– ৩৩ ॥ আমরা সাধ্যমতো কাদের সেবা করব?

উত্তর : আমরা সাধ্যমতো গরিব-দুঃখীদের সেবা করব।

প্রশ্ন– ৩৪ ॥ গাছ কী ত্যাগ করে?

উত্তর : গাছ অক্সিজেন ত্যাগ করে।

প্রশ্ন– ৩৫ ॥ আল্লাহ তায়ালা কী পছন্দ করেন?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করা পছন্দ করেন।

প্রশ্ন– ৩৬ ॥ 'দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ'– এটা কার বাণী?

উত্তর : জ্ঞানীদের বাণী।

প্রশ্ন– ৩৭॥ "নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না"– কার বাণী?

উত্তর : আলাহর বাণী।

প্রশ্ন– ৩৮ ॥ আমরা কার ইবাদত করব?

উত্তর : আমরা আলৱাহর ইবাদত করব।

প্রশ্ন– ৩৯ ॥ আমরা কাদের কথা শুনব।

উত্তর : আমরা পিতামাতার কথা শুনব।

প্রশ্ন– ৪০ ॥ আমরা কাকে সম্মান করব?

উত্তর : আমরা শিৰককে সম্মান করব।

প্রশ্ন– ৪১ ॥ কে আলৱাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া দেখালেন?

উত্তর : এক মহিলা আলৱাহর এক সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া দেখালেন।

প্রশ্ন– ৪২ ॥ মহানবি (স) কোথায় হিজরত করেন?

উত্তর : মহানবি (স) মদিনায় হিজরত করেন।

প্রশ্ন– ৪৩ ॥ মহানবি (স) কাদের ভালোবাসতেন?

উত্তর : মহানবি (স) মক্কার লোকদের ভালোবাসতেন।

প্রশ্ন– ৪৪ ॥ আমাদের জন্মভূমির নাম কী?

উত্তর : আমাদের জন্মভূমির নাম বাংলাদেশ।

প্রশ্ন– ৪৫ ॥ দেশপ্রেম বলতে কোনটিকে বোঝায়?

উত্তর : দেশপ্রেম বলতে দেশকে ভালোবাসা বোঝায়।

প্রশ্ন– ৪৬ ॥ নিজের স্বার্থ বড় করে না দেখা কী?

উত্তর : নিজের স্বার্থ বড় করে না দেখাই সততা।

প্রশ্ন– ৪৭ ॥ 'তোমরা পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।' কার নির্দেশ?

উত্তর : পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা আলৱাহর নির্দেশ।

প্রশ্ন– ৪৮ ॥ পিতার সন্তুষ্টিতে কার সন্তুষ্টি।

উত্তর : পিতার সন্তুষ্টিতে আলৱাহর সন্তুষ্টি।

প্রশ্ন– ৪৯ ॥ চেষ্টা ও পরিশ্রম কীসের চাবিকাঠি?

উত্তর : চেষ্টা ও পরিশ্রম শেখার ও জানার চাবিকাঠি।

প্রশ্ন– ৫০ ॥ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কী হয়?

উত্তর : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশের অনেক ৰতি হয়।

প্রশ্ন– ৫১ ॥ আখলাক কাকে বলে?

উত্তর : সুন্দর স্বভাব ও ভালো চরিত্রকে আখলাক বলে।

প্রশ্ন– ৫২ ॥ চাকরদের সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?

উত্তর : মহানবি (স) চাকরদের সম্পর্কে বলেছেন, "যারা কাজ করে, তারা তোমাদের ভাই। নিজেরা যা খাবে তাদের তা খাওয়াবে। নিজেরা যা পরিধান করবে তাদেরও তা পরতে দেবে।"

প্রশ্ন– ৫৩ ॥ দেশপ্রেম বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : নিজের দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা এবং শত্রবর আক্রমণ থেকে দেশকে রৰা করার নামই দেশপ্রেম।

প্রশ্ন– ৫৪ ॥ আখলাক অর্থ কী?

উত্তর : আখলাক অর্থ সদাচার।

প্রশ্ন– ৫৫ ॥ সততা শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : সততা অর্থ সাধুতা, মানবতা ও সত্যবাদিতা।

প্রশ্ন– ৫৬ ॥ মহানবি (স) –এর পালিত পুত্রের নাম কী?

উত্তর : হযরত যায়িদ (রা)

প্রশ্ন– ৫৭ ॥ হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র) কোথাকার অধিবাসী ছিলেন?

উত্তর : ইরানের।

প্রশ্ন– ৫৮ ॥ মহানবি (স)–এর জন্মভূমি কোথায়?

উত্তর : সৌদি আরবের মক্কানগরীতে।

প্রশ্ন– ৫৯ ॥ পরিবেশ বলতে কী বোঝ?

উত্তর : আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ।

■ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

প্রশ্ন– ১ ॥ আমরা অন্যের প্রতি দয়া দেখাব কেন? অন্যকে সাহায্য করার চারটি উদাহরণ দাও।

উত্তর : আলৱাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য আমরা অন্যের প্রতি দয়া দেখাব। অন্যকে সাহায্য করার চারটি উদাহরণ হলো– ১. অসুস্থ ব্যক্তির সেবাযত্ন করা ২. ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করা ৩. বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করা ৪. নিরাশ্রয়কে আশ্রয়, দরিদ্র ও ভিৰককে সাহায্য করা।

প্রশ্ন– ২ ॥ তুমি কীভাবে পিতামাতার খেদমত কর পাঁচটি বাক্যে লিখ।

আমি আমার পিতামাতার সেবাযত্ন করি। তারা যাতে সুখে–শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারেন সেদিকে খেয়াল রাখি।

তাদের আদেশ–নিষেধ শুনি এবং মেনে চলি। তাদের সম্মান করি। আমি তাদের মনে সামান্যতম কষ্টও দিই না।

প্রশ্ন– ৩ ॥ তোমরা ওয়াদা ভঙ্গ করবে না কেন? কীভাবে ওয়াদা ভঙ্গ হয় তার চারটি উপায় লিখ।

উত্তর : ওয়াদা পালন না করলে ধর্ম থাকে না বিধায় আমরা ওয়াদা ভঙ্গ করব না। কীভাবে ওয়াদা ভঙ্গ হয় তার চারটি উপায় হলো :

১. কারও সাথে কথা দিয়ে কথা না রাখা।
২. চুক্তি করলে ভঙ্গ করা।
৩. প্রতিশ্রৰতি দিলে তা রৰা না করা।
৪. আমানতের খিয়ানত করা

প্রশ্ন– ৪ ॥ তুমি কীভাবে দেশের সেবা করবে তা পাঁচটি বাক্যে লিখ।

উত্তর : আমরা দেশকে সেবা করব। এজন্য আমরা–

১. দেশের সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করব, কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করব।
২. গৃহপালিত পশুপাখির যত্ন নেব, তাদের কোনো কষ্ট দেবনা।
৩. বৃৰরোপণ করব, ফলমূলের গাছ লাগাব, গাছ নষ্ট করবনা, পাতা ছিঁড়বনা, ডাল ভাঙবনা।
৪. বেঞ্চে, দেয়ালে বা অন্য কোথাও আজেবাজে কিছু লিখবনা, সবকিছু পরিচ্ছন্ন রাখব, সংরৰণ করব।
৫. পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস অপচয় করবনা, জাতীয় সম্পদ রৰা করব।

প্রশ্ন– ৫ ॥ আমরা ভালো কাজে কীভাবে সাহায্য করব পাঁচটি বাক্যে লিখ।

উত্তর : ছোট–বড় যত সদাচার এবং সৎকাজ–এ সবই ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত। যেমন: গরিব ও দুস্থদের জন্য সেবা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, তাদের স্বাবলম্বনের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট মেরামত ও তৈরি করা। এসব ভালো কাজে একে অপরের সহযোগিতা করতে হয়। যদি এলাকায় রাস্তাঘাট না থাকে তাহলে যাতায়াত ও চলাফেরার খুব অসুবিধা হয়। তাই সকলে মিলে রাস্তাঘাট, পুল বা সাঁকো তৈরি করব।

প্রশ্ন– ৬ ॥ আমরা কেন আমাদের দেশকে ভালোবাসব? পাঁচটি বাক্যে লিখ।

উত্তর : যে কারণে আমরা দেশকে ভালোবাসব তা পাঁচটি বাক্যে উলেরখ করা হলো :

১. আমরা এদেশের আলো, বাতাস পেয়ে বেঁচে আছি।
২. 'আমাদের নবি করীম (স) দেশকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।
৩. দেশ প্রত্যেকের কাছেই পবিত্র।
৪. দেশপ্রেম তথা দেশকে ভালোবাসা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব।
৫. দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।

প্রশ্ন– ৭ ॥ কীভাবে আমরা মানবজাতির সেবা ও সাহায্য করতে পারি? পাঁচটি বাক্যে লিখ।

উত্তর : আমরা যেভাবে মানবজাতির সেবা ও সাহায্য করতে পারি তা নিচে উলেরখ করা হলো :

১. অসুস্থ ব্যক্তির সেবাযত্ন করে।
২. ৰুধার্তকে খাদ্য দিয়ে।
৩. বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করে।
৪. নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়ে।
৫. বেকার লোকদের কাজের ব্যবস্থা করে।

প্রশ্ন– ৮ ॥ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচার জন্য তুমি কী করবে? পাঁচটি বাক্যে লিখ।

উত্তর : আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত কৌশলগুলো অবলম্বন করব :

১. যথাসম্ভব উঁচু জায়গায় বসতভিটা, গোয়ালঘর ও হাসমুরগির ঘর তৈরি করব।
২. ঘরের ভেতরে উঁচু মাচা তৈরি করে তার ওপর খাদ্যশস্য ও বীজ ইত্যাদি সংরৰণ করব।
৩. পুকুরের পাড় উঁচু করব। টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন যথাসম্ভব উঁচু স্থানে বসাব।
৪. শুকনো খাবার যেমন চিড়া, মুড়ি, গুড় এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ ঘরে মজুদ রাখব।
৫. পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে সাতারকাটা শেখাব।

প্রশ্ন– ৯ ॥ আমরা পিতামাতার খেদমত করব কেন? পাঁচটি বাক্যে লিখ।

উত্তর : আমরা পিতামাতার খেদমত করব কেন তা পাঁচটি বাক্যে নিচে উলেরখ করা হলো :

১. এই পৃথিবীতে পিতামাতার চেয়ে আপনজন আমাদের আর কেউ নেই।
২. পিতামাতার ওসিলাতেই আমরা দুনিয়াতে এসেছি।
৩. তাঁদের স্নেহ ও আদরে আমরা লালিতপালিত এবং বড় হয়েছি।
৪. তাঁরা ভালোবাসা ও মমতা দিয়ে আমাদের বড় করে তোলেন।
৫. পিতামাতার খেদমত করলে আলরাহ খুশি হয়।

প্রশ্ন– ১০ ॥ মনে কর, তোমার এলাকায় বন্যা হয়েছে বন্যার কবল থেকে গবাদি পশুকে নিরাপদে রাখার জন্য তোমার করণীয় কাজ কী? ৪টি বাক্যে লিখ।

উত্তর : বন্যার কবল থেকে গবাদিপশুকে নিরাপদ রাখার ৪টি করণীয় নিচে দেওয়া হলো :

১. গবাদি পশুর জন্য উঁচু করে তাদের আবাসস্থল নির্মাণ করা।
২. গবাদি পশুর রোগব্যাধি থেকে রৰার জন্য তাদের আবাসস্থল পরিষ্কার রাখা।
৩. বিভিন্ন রোগের টিকা ও ওষুধ সেবন করানো।
৪. পূর্ব থেকেই গবাদি পশুর খাদ্য মজুত রাখা।

প্রশ্ন– ১১ ॥ 'মানুষ যা চেষ্টা করে তাই পায়' — উক্তিটির আলোকে ইসলামে শ্রমের মর্যাদা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : 'মানুষ যা চেষ্টা করে তাই পায়'– এটি মহান আলরাহর বাণী। নিচে উক্তিটির আলোকে ইসলামে শ্রমের মর্যাদা ব্যাখ্যা করা হলো :

আমরা প্রতিদিন বিভিন্নভাবে শ্রম দিয়ে থাকি। পরিশ্রম ছাড়া কোনো কাজ সম্পাদন সম্ভব নয়। পরিশ্রম দ্বারাই মানুষ সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। চেষ্টা ও শ্রম সাফল্যের চাবিকাঠি। দেশের খেটে খাওয়া সাধারণ শ্রমিকরা শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে। শ্রমিকের কাজ শেষ হলে তার পারিশ্রমিক সাথে সাথে দিয়ে দিলে শ্রমের মর্যাদা দেওয়া হবে। এটাই ইসলামের শিৰা। আমাদের প্রিয় নবি (স) বলেছেন, "শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।"

প্রশ্ন– ১২ ॥ সন্তানের বেহেশত কোথায়? আমরা মাতাপিতার খেদমত করব কেন? ৪টি বাক্যে লিখ।

উত্তর : মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত। এ পৃথিবীতে পিতামাতা ভালোবাসা ও মমতা দিয়ে আমাদের বড় করেন। আমাদের অসুখ–বিসুখে সেবাযত্ন করেন। আমাদের মঙ্গলের জন্য আলরাহর দরবারে দোয়া করেন। তাই আমরা সবসময় পিতামাতার খেদমত করব।

প্রশ্ন– ১৩ ॥ মুক্তাদের বাড়িতে রহিমা নামের একটি মেয়ে কাজ করে। তার প্রতি মুক্তার ৫টি সুন্দর ব্যবহার লিখ।

উত্তর : মুক্তাদের বাড়িতে রহিমা নামের একটি মেয়ে কাজ করে। তার প্রতি মুক্তার ৫টি সুন্দর ব্যবহার হলো :

১. মুক্তার কাজকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে হবে।
২. তাকে স্নেহ ও আদর করতে হবে।
৩. নিজে যা খাবে, তাকে তা খাওয়াবে।
৪. একই ধরনের ও মানের পোশাক তাকে পরতে দিবে।
৫. তার কাজকর্মে সম্ভব হলে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন– ১৪ ॥ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ৰয়ৰতিজনিত পাঁচটি বিষয় উলেরখ কর।

উত্তর : প্রাকৃতিক দুর্যোগের ৰয়ৰতি সম্পর্কিত পাঁচটি বাক্য উলেৰখ করা হলো :

i. গাছপালা, মৎস্যখামার ও শস্যৰেতের ৰতি হয়।
ii. জীববৈচিত্র্যের ৰতি হয়।
iii. কৃষিজমির ৰতি হয়, জমির উর্বরা শক্তি ও কৃষি উৎপাদন কমে যায়।
iv. অনেক প্রাণহানি ঘটে এবং অনেক সম্পদের ৰতি হয়।
v. বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট দেখা দেয়।

➲ সাধারণ

প্রশ্ন– ১৫ ॥ আমাদের চরিত্র সুন্দর ও আচরণ ভালো করতে হলে কী করতে হবে?

উত্তর : আমাদের চরিত্র সুন্দর ও আচরণ ভালো করতে হলে আলৰাহর ইবাদত করব, পিতামাতার কথা শুনব। শিৰককে সম্মান করব, সত্য কথা বলব, সৃষ্টির সেবা করব, জাতীয় সম্পদ রৰা করব। মানবাধিকার ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলব, মন্দ আচরণ থেকে দূরে থাকব, মিথ্যা কথা বলবনা, ঝগড়া–বিবাদ করবনা। কারো সাথে হিংসা করব না, চুরি–ডাকাতি করবনা। ধূমপান করবনা, দেশের ও জনগণের ৰতি করবনা। আলৰাহর ইবাদত ভুলবনা, কটু কথা বলব না।

প্রশ্ন– ১৬ ॥ কেন এবং কীভাবে সৃষ্টির সেবা করা যায়? বর্ণনা কর।

উত্তর : সৃষ্টির সেবা করার কারণ : আলৰাহ তায়ালা মানুষ, জীবজন্তু, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, চন্দ্র–সূর্য, গ্রহ–তারা, নদীনালা, পাহাড়–পর্বত, গাছপালা ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্য। তাই আমাদের এসব সৃষ্টির প্রতি যত্ন নিতে হবে, সহানুভূতি দেখাতে হবে।

আমরা নিম্নরূপে সৃষ্টির সেবা করতে পারি :

১. স্রষ্টার সেরা সৃষ্টি মানুষ, তাদেরকে সম্মান করব।
২. অসুস্থ মানুষের সেবাযত্ন করব, ৩. ৰুধার্থকে খাদ্য দান ও সাহায্য করব, ৪. আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দান করব, ৫. বস্ত্রহীনদের বস্ত্র দেব।
৬. বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশীর বিপদে সাহায্য করব, সর্বদা খোঁজখবর নেব।
৭. সকল প্রকার জীবজন্তু, কীটপতঙ্গের সেবাযত্ন করব।
৮. গৃহপালিত পশু–পাখিকে নিয়মিত পরিচর্যা করব, গাছপালার যত্ন নিব, গাছপালা ধ্বংস করবনা।
৯. নদীনালা, খালবিল, জলাশয় যাতে দূষিত না হয়, এজন্য ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করব।

প্রশ্ন– ১৭ ॥ মহানবি (স) সুন্দর চরিত্র সম্পর্কে কী বলেছেন?

উত্তর : মহানবি (স) সুন্দর চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই লোক যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।"

প্রশ্ন– ১৮ ॥ হিজরতের সময় মহানবি (স) এর মনের আকুতি কী ছিল?

উত্তর : হিজরতের সময় মহানবি (স) তাঁর জন্মভূমি মক্কানগরী ছেড়ে যেতে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিলেন, খুব ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় অশ্রৰভেজা চোখে বারবার মক্কার দিকে তাকাচ্ছিলেন। আর কাতরকণ্ঠে বলছিলেন :

"হে মক্কানগরী, তুমি কত সুন্দর!
তুমি আমার জন্মভূমি, আমি তোমাকে ভালোবাসি।
তুমি আমার কাছে কতই না প্রিয়!
হায়! আমার স্বজাতি যদি ষড়যন্ত্র না করত,
এদেশ থেকে আমাকে তাড়িয়ে না দিত
আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না"।

প্রশ্ন– ১৯ ॥ মানব চরিত্রের ভালো গুণগুলো লেখ।

উত্তর : মানব চরিত্রের ভালো গুণগুলো হচ্ছে–
সত্যবাদিতা, সৃষ্টির সেবা, দেশপ্রেম, ৰমা, ভালো কাজে সহযোগিতা করা এবং মন্দ কাজে বাধা দেওয়া, সততা, পিতা–মাতার খেদমত, শ্রমের মর্যাদা প্রদান, মানবাধিকার রৰা, ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

প্রশ্ন– ২০ ॥ সৃষ্টির সেবা বলতে কী বোঝ?

উত্তর : মহান আলৰাহ তায়ালা এ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির সাথে সাথে আরো অনেক প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। তিনি এ পৃথিবীতে অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন। সকল সৃষ্টির প্রতি সেবাপ্রদান করাই হলো সৃষ্টির সেবা। আলৰাহর সকল সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি দেখানো, তাদের কল্যাণে এগিয়ে আসা এবং দয়া প্রদর্শন করাই হলো সৃষ্টির সেবা।